মনটা পোড়ে যতো, মনটাকে পোড়াই ততো

আল নোমান শামীম

(লরেন্স ব্যারেল এর মিত্রপক্ষের কবিতা)

শোনো মেয়ে, তোমাকে বলছি-
এই যে তুমি, তোমাকে দেখলেই
লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি হাতে তুলে নেয় রঙতুলি,
এই যে তুমি, তোমার হাত ধরলেই
উদার আকাশ মেলে দেয় প্রাণবন্ত রামধনু,
এই যে তুমি, তোমাকে স্পর্শ করলেই
জীবনটাকে ভীষণ রকম তুচ্ছ মনে হয়-
সেই তুমি,
শোনো মেয়ে, তোমাকে কিভাবে বলি,
এই যে সান্ধ্য-বাসর ভেঙ্গে প্রদীপের
আলোর ক্লান্ত সহমরণ,
অতঃপর-
তোমার প্রেমে নিঝুম ক'টি বসন্ত
আর সখের এই বেদুঈন
তোমার ছোট্ট তাঁবুতে হৃদয়ের ঝলকানি-
তুমি বললে বিষন্ন কাতরতায়,
আর কেন লিখোনা কবিতা!
আমায় কবিতা এঁকে দাও-
কি বলবো তোমায় মেয়ে,
তোমাতে বসবাস আমার-
আদ্যোপান্ত কবিতায় বসবাস
কি করে লিখি তোমার চেয়ে প্রাণবন্ত কবিতা!

কবিরা কবিতা লিখে প্রেমের পড়ার আগে, অথবা
প্রেমের পরে, তাকে লিখতে হয়
বিরহ আর কষ্টের জারী-সারি-ভাটিয়ালী-
প্রাচীন বর্ষার জলে, বিছানায় কাঁথামুড়ে
তাকে লিখতে হয় কষ্টের অনন্ত ঝালর।
তুমি ভুল বুঝো না মেয়ে,
আমি স্বার্থপর নই, কবিরা কেবল শব্দের
কাছেই স্বার্থপর,
বিশ্বাস না হয়-
গুরুদেব অথবা কাজীদা,
নিতান্ত শামসুর অথবা নির্মলেন্দু-
জিগগেস করো-
দেখবে, তারা সবাই বলবে, কবিরা
প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা নয়–
প্রেমের কাছে দায়বদ্ধ, আমাকে
তুমি ভুল বুঝো না মেয়ে,
ভুল বুঝো না।